দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 13 JUL 2012
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবহির্ভূত খাতে ব্যয় বৃদ্ধি

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাবহির্ভূত খাতের ব্যয় ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। শিক্ষাবহির্ভূত ব্যয় হ্রাস করিয়া শিক্ষা-আনুষঙ্গিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি নীতিমালা মানিয়া জনবল নিয়োগ এবং বিদ্যুৎ ও পরিবহন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করিতে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) বারংবার নির্দেশনা দিলেও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তাহাতে একেবারেই কর্ণপাত করিতেছে না বলিয়া জানা গিয়াছে। ইউজিসির ২০০৯-২০১০ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখা যাইতেছে, সাধারণ ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ব্যয় হইয়াছে বাজেটের ১৭ শতাংশ, অন্যদিকে শিক্ষা-আনুষঙ্গিক খাতে ব্যয় হইয়াছে বাজেটের মাত্র ১২ শতাংশ। বাজেট বহির্ভূতভাবে জনবল নিয়োগ দিবার কারণেই এরূপ ঘটিতেছে বলিয়া রিপোর্টে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাছাড়াও, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নিজস্ব নমনীয় নীতিমালার মাধ্যমে পদ সৃষ্টি, পদোন্নতি-পদোন্নয়ন ও সিলেকশান গ্রেড প্রদানের ফলেও শিক্ষা-বহির্ভূত খাতে ব্যয় বাড়িয়া চলিয়াছে বলিয়া প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হইয়াছে।

এই শতকের শুরু হইতেই উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন জনবলের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে উচ্চশিক্ষা একটি অত্যাবশ্যিক প্রয়োজনীয়তায় পরিণত হইয়াছে। আর, যেকোনো দেশই দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের স্বার্থে উচ্চশিক্ষা খাতে সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দিতেছে। বর্তমান বাংলাদেশে ৩৪টি সরকারি এবং ইউজিসি অনুমোদিত পঞ্চাশোর্ধ্ব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রহিয়াছে। তবু মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করা যাইতেছে এমনটি বলা যাইবে না। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বেপরোয়া মুনাফার সুযোগ ও লোভই ইহার কারণ। তবে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রতিটি সরকারের অনাকাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ইহার একটি প্রধান কারণ। সেইসাথে, শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও সন্তোষজনক বেতনভাতা, গবেষণার সুযোগ, প্রাযুক্তিক সুবিধাদি, সাম্প্রতিকতম বইপুস্তক এবং আধুনিক ব্যবস্থাপনার অভাব শিক্ষার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রবল বাধা হইয়া রহিয়াছে। যেমন গবেষণার মাধ্যমে নূতন জ্ঞান সৃজন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কর্তব্যের মধ্যে পড়িলেও গবেষণা খাতে অধিকাংশ বেসকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনোই বরাদ্দ নাই, আর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েও তাহা নামে মাত্র। ভাবিলে অবাক হইতে হইবে যে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক সময় পরিবহন মেরামতের খরচও গবেষণা খাতে বরাদ্দের তুলনায় বেশি হইয়া যায়। ফলে শিক্ষকরা নূতন জ্ঞানের পথে হাঁটিবার সুযোগ পান না, আর শিক্ষার্থীরাও একটি বিষয় লইয়া পর্যাপ্ত বোঝাপড়া ব্যতিরেকেই অনার্স ও এম.এ ডিগ্রি লইয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। তাই, বিতর্কের কোনো অবকাশ নাই যে, মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করিতে হইলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বরাদ্দের পরিমাণ বহুগুণে বাড়াইতে হইবে। বেতন-ভাতা, গবেষণা, বইপুস্তক, যন্ত্রপাতি ও অবকাঠামো উন্নয়নে জরুরি পদক্ষেপ লইতে হইবে।

কিন্তু অপচয়ের দিকটিও বিবেচনায় রাখা জরুরি। দিনে দিনে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সীমাহীন অপচয়েরও একটি ক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছে। দলবাজি, টেন্ডারবাজি, স্বজনপ্রীতি আর দুর্নীতি এমন পর্যায়ে পৌঁছাইয়াছে যে, শিক্ষা ও গবেষণার দিকে কেহ নজর দিবার সুযোগ পাইতেছে না, নানারকম স্বার্থ হাসিলের জন্য দলগত বিবেচনা প্রাধান্য পাওয়ায় তাহার প্রয়োজনও পড়িতেছে না। আর, এই দলীয় বিবেচনার কারণেই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অপ্রয়োজনীয় নিয়োগ ও পদোন্নতির কারবার চলিতে থাকে এবং পরিবহন ও অন্যান্য অবকাঠামোর অব্যবস্থাপনা চরমে পৌঁছায়। কোনোরকম গণতান্ত্রিক চর্চার তোয়াক্কা না করিয়া সরকার বদলাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনও বদলাইয়া যায় এবং নূতন প্রশাসন ক্ষমতায় বসিয়াই দল ভারি করিয়া ভোটার বাড়াইতে শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারি নিয়োগ দিতে থাকে। একইভাবে, নিজেদেরকে গদিনসিন রাখিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন দলীয় লোকদিগকে নানারকম সুযোগ-সুবিধা পাওয়াইয়া দিবার তৎপরতায়ই নিজেদেরকে সবসময় ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখিতেছে। ফলে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোযোগের জায়গা হইতে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা ছিটকাইয়া পড়িয়াছে। অশিক্ষামূলক তৎপরতা বাড়িয়াছে এবং বিপুল জাতীয় সম্পদের অপব্যবহার হইতেছে। তাই, আমাদের সীমিত সম্পদের কথা বিবেচনা করিয়া পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অপচয়ের ক্ষেত্রগুলি খতাইয়া দেখা ও আশু পদক্ষেপ লওয়া জরুরি কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।